যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ৯৭৮

১/ বিবিধ

আরবী

أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف
ضعيف بهذا التمام

أخرجه الترمذي (1 / 202) والبيهقي (7 / 290) من طريق عيسى بن ميمون الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة مرفوعا. وقال الترمذي: " حديث غريب حسن، وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث ". وقال البيهقي: " عيسى بن ميمون ضعيف ". وكذا قال الحافظ في " التقريب ". وروى ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " (3 / 1 / 287) وابن حبان (2 / 116) عن عبد الرحمن بن مهدي قال: " استعديت على عيسى بن ميمون في هذه الأحاديث عن القاسم بن محمد في النكاح وغيره فقال: لا أعود ". وعن ابن معين قال
عيسى بن ميمون صاحب القاسم عن عائشة، ليس بشيء ". وعن أبي حاتم قال: " هو متروك الحديث
قلت: تابعه ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد به دون قوله: " واجعلوه في المساجد ". أخرجه ابن ماجه (1895) والبيهقي وأبو نعيم في " الحلية " (3 / 265) من طريق خالد بن إلياس عن ربيعة، وقال أبو
نعيم: " تفرد به خالد بن إلياس ". وقال البيهقي: وقال في " الزوائد ": " هو ضعيف ". " اتفقوا على ضعفه، بل نسبه ابن حبان والحاكم وأبو سعيد النقاش إلى الوضع
(تنبيه) زاد البيهقي في الرواية الأولى: " وليولم أحدكم، ولوبشاة، فإذا خطب أحدكم

وقد خضب بالسواد فليعلمها ولا يغرنها ". وقد عزاه بهذه الزيادة الصنعاني (3 / 154) للترمذي وهو وهم، فليس عنده ولا عند ابن ماجه مثل هذه الزيادة، وقال المناوي في " فيض القدير ": " جزم البيهقي بصحته (!) قال ابن الجوزي ضعيف جدا، وقال ابن حجر في " الفتح ": سنده ضعيف، وقال الزيلعي في تخريج أحاديث الهداية : ضعيف

قلت: قوله: " بصحته " أظنه محرفا " بضعفه "، فقد عرفت أن البيهقي ضعفه بعيسى ابن ميمون

وأما تحسين الترمذي للحديث فإنما هو باعتبار الفقرة الأولى منه، فإن لها شاهدا من حديث عبد الله بن الزبير مرفوعا، والترمذي إنما أورده في " باب ما جاء في إعلان النكاح ". وأما الجملة التي بعدها فإني لم أجد لها شاهدا فهي لذلك منكرة. وقد خرجت شواهد الفقرة الأولى في " آداب الزفاف " (ص 97) و" إرواء الغليل " (2053)

বাংলা

৯৭৮। তোমরা এই বিবাহের প্রচার কর। বিবাহ কর মসজিদের মধ্যে এবং দফ নামের ঢোলগুলো বাজাও।

হাদীছটি এভাবে দুর্বল।

এটি ইমাম তিরমিযী (১/২০২) ও বাইহাকী (৭/২৯০) ঈসা ইবনু মায়মূন আল-আনসারী হতে তিনি কাসেম ইবনু মুহাম্মাদ হতে তিনি আয়েশা (রাঃ) হতে মারফু হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বলেনঃ হাদীছটি হাসান গারীব। ঈসা ইবনু মায়মূনকে হাদীছের ক্ষেত্রে দুর্বল আখ্যা দেয়া হয়েছে।

বাইহাকী বলেনঃ ঈসা ইবনু মায়মূন দুর্বল। অনুরূপ কথা হাফিষ ইবনু হাজারও “আত-তাকরীব" গ্রন্থে বলেছেন।

ইবনু মাঈন বলেনঃ ঈসা ইবনু মায়মূন কিছুই না। আবু হাতিম বলেনঃ তিনি মাতরূকুল হাদীছ (হাদীছের ক্ষেত্রে অগ্রহণযোগ্য)।

আমি (আলবানী) বলছিঃ "তোমরা বিবাহ কর মসজিদগুলোর মধ্যে" এ অংশটুকু ব্যতীত রাবী’আহ ইবনু আবী আবদির রহমান কাসেম হতে বর্ণনা করতে তার (ঈসার) মুতাবায়াত করেছেন।

এটি ইবনু মাজাহ (১৮৯৫), বাইহাকী ও আবু নোয়াইম "হিলইয়াহ" (৩/২৬৫) গ্রন্থে খালেদ ইবনু ইলিয়াস সূত্রে রাবী’আহ হতে বর্ণনা করেছেন। আবু নোয়াইম বলেনঃ খালেদ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। বাইহাকী "আয-

যাওয়ায়েদ" গ্রন্থে বলেনঃ তিনি দুর্বল। সকলে তার দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। বরং ইবনু হিব্বান, হাকিম ও আবু সাঈদ আন-নাক্কাশ তাকে জাল করার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন।

তিরমিযী যে হাসান বলেছেন, সেটি প্রথম অংশটির দিকে লক্ষ্য করে। কারণ আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের হতে তার মারফু' হিসাবে শাহেদ রয়েছে। এটি ইমাম তিরমিযী "ই'লানুন নিকাহ" অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন।

তার পরের বাক্যগুলোর কোন শাহেদ মিলছে না। এ কারণেই সেগুলো মুনকার। আমি প্রথম বাক্যটির শাহেদগুলো "আদাবুয যুফাফ" (পৃঃ ৯৭) এবং "ইরওয়াউল গালীল" (২০৫৩) গ্রন্থে বর্ণনা করেছি।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=71857

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন